দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

০১

শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়ন

সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা গোড়া থেকেই বলে আসছেন। জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে শিক্ষা মন্ত্রী জমিরউদ্দীন সরকার প্রদত্ত তথ্যাবলী এ আগ্রহের সত্যতাই প্রমাণ করে। এতে দেখা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে এবং দেশে আরো পাঁচটি কলেজে সম্মান শ্রেণী চালু করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের তৎপরতা জোরদার হয়ে উঠেছে। এ এক স্বাগত অগ্রগতি। শিক্ষাই শক্তি। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো ব্যাপক এবং গুণেমানে অনেক উন্নত করে তুলতে হবে। আর পশ্চাৎপদ এ সমাজে সরকারেরই এ দায়িত্ব বইতে হবে।

এক অর্থ বছরে প্রায় তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে আড়াইশ' কোটির মত টাকা ব্যয়, আরো চারটি কলেজে সম্মান শ্রেণী চালু করা কিংবা প্রায় তিন হাজার বিদ্যালয়কে নতুন করে সরকারী অনুমোদন দান ও সমসংখ্যক নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের সিদ্ধান্ত যে কোনো সরকারের জন্যেই প্রশংসনীয় কাজ, সাহসী কাজ। আমরা একে স্বাগত জানাই। তবে, এরপরও প্রশ্ন থাকে, সরকারের এই জোর তৎপরতা আর বিপুল ব্যয় সত্যি কি আমাদের লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিতে পারবে? শিক্ষা ক্ষেত্রে আজো অস্থিরতা মাথাচাড়া দেয় বলেই এ প্রশ্ন নয়। এর অন্য কারণও আছে। আমরা মনে করি শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নের উদ্যোগকে সফল করতে হলে অর্থ যোগানই একমাত্র করণীয় নয়, সন্দেহ জাগানিয়া 'অন্য কারণগুলো'র প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে।

সেই অন্য কারণ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, একই অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১৮৯ জন শিক্ষক এখন বিদেশে আছেন এবং ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার পর যারা ফিরে আসবেন না তাদের ফেরার নির্দেশ দেয়া হবে। আমরা অনুমান করতে পারি, এ ধারা অনুসারে আরো কিছু ব্যবস্থা নেয়ার অবকাশ বা রেওয়াজ আছে। যেমন, কৈফিয়ত তলব, চাকরি খারিজ ইত্যাদি।

এইসব প্রশ্নের সূত্র ধরেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এক করুণ ছবি। শিক্ষকদের বিদেশ গমনের প্রয়োজন মেনে নিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ব্যবস্থা করে থাকে। জন্মলগ্ন থেকেই এ ধারা চালু আছে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও একই ধারা অনুসরণ করছে। হালে ব্যাপারটি বিপত্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুবাদে বিদেশে গেলেও শিক্ষকদের অনেকেই যথা-সময়ে কিংবা আদৌ দেশে ফেরেন না। বিশ্ববিদ্যালয়কে বা সরকারকে তাই শাস্তির কথা আগেই ভেবে রাখতে হয়।

দেশে বিশ্ববিদ্যালয় এখন একটা নয়। আরো নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। সব মিলিয়ে কত শিক্ষক এখন বাইরে আমাদের জন্যে আশংকা তৈরি করার মত অবস্থায় বিরাজ করছেন এ পুরো তথ্য জানা গেলে 'ছোট এ ব্যাপারটা'র তাৎপর্য পরিষ্কার হতে পারতো।